রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, নভেম্বর ১৯, ২০১৫

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ০৫ অগ্রহায়ণ, ১৪২২ মোতাবেক ১৯ নভেম্বর, ২০১৫

নিম্নলিখিত বিলটি ০৫ অগ্রহায়ণ, ১৪২২ মোতাবেক ১৯ নভেম্বর, ২০১৫ তারিখে জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হইয়াছে:—

বা. জা. স. বিল নং ৪২/২০১৫

অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের অসংগঠিত শ্রমিকদের কল্যাণ ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে আনীত বিল

যেহেতু অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের অসংগঠিত শ্রমিকদের কল্যাণ ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্‌দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:—

প্রথম অধ্যায়
প্রারম্ভিক

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই আইন অসংগঠিত শ্রমিক কল্যাণ ও সামাজিক নিরাপত্তা (অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত) আইন, ২০১৫ নামে অভিহিত হইবে।

(২) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখে এই আইন কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে—

(১) **'অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত (Informal Sector)'** অর্থ এইরূপ বেসরকারি খাত যেখানে কর্মরত শ্রমিকের কাজের বা চাকুরির শর্ত, ইত্যাদি বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৪২ নং আইন) ও তদধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধানের আওতায়

মূল্য ঃ টাকা ১৬.০০

নির্ধারিত কিংবা নিয়ন্ত্রিত নহে এবং যেখানে কর্মরত শ্রমিকদের সংগঠিত হওয়ার সুযোগ অত্যন্ত সীমিত, যথা:

(ক) প্রকৃত কৃষি শ্রমিক, বর্গাচাষী ও কৃষি নির্ভর মৌসুমী শ্রমিক;

(খ) কামার, কুমার, তাঁতী, মৎস্য চাষী, নৌকার মাঝি, হাট ও ঘাট শ্রমিক;

(গ) গৃহ-ভিত্তিক কর্মী (হোম-বেইজড ওয়ার্কার), যথা: আত্মনির্ভরশীল, আয় বর্ধনমূলক কর্মে নিয়োজিত, পিসরেট ভিত্তিক, ঠিকাদার কর্তৃক ও চুক্তি ভিত্তিক নিয়োজিত কর্মী;

(ঘ) গৃহকর্মী ও মালী;

(ঙ) নির্মাণ শ্রমিক ও মাটি কাটা শ্রমিক;

(চ) ইলেকট্রিক মিস্ত্রী, প্লাম্বার, রং-পলিশ মিস্ত্রী, ইত্যাদি;

(ছ) কাঠ মিস্ত্রী (আসবাবপত্র প্রস্তুতকারক);

(জ) বেডিং শ্রমিক, ছাতা কারিগর, জুতা কারিগর;

(ঝ) দর্জি শ্রমিক, সেলুন কর্মচারী, বেকারী শ্রমিক, দোকার কর্মচারী, ফোন বা ফ্যাক্স-কম্পিউটার বা ফটোকপির কর্মে নিয়োজিত কর্মচারী;

(ঞ) কুটির শিল্পে নিয়োজিত কারিগর, বাঁশ-বেতের কারিগর, ঠোঙ্গা ও বুক বাইন্ডিং শ্রমিক;

(ট) রিক্সা বা ভ্যান বা ঠেলাগাড়ী চালক;

(ঠ) দেশীয় তৈরী যান্ত্রিক ও অযান্ত্রিক যানবাহনের সহিত নিয়োজিত শ্রমিক;

(ড) হকার ও ফেরীওয়ালা;

(ঢ) স্টিল ও ইঞ্জিরিয়ারিং কর্মে নিয়োজিত শ্রমিক, গ্রিল শ্রমিক, ওয়েল্ডিং শ্রমিক ও মোটর গ্যারেজ শ্রমিক ও জাহাজ ভাঙ্গা শ্রমিক;

(ণ) স্বাস্থ্য সেবা ও ক্লিনিক কর্মচারী;

(ত) সুইপার বা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও প্রহরা কাজে নিয়োজিত কর্মী;

(থ) পোল্ট্রি ও ফিসারিজ শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিক;

(দ) গবাদী পশু লালন-পালনে নিয়োজিত কর্মী;

(ধ) বনায়ন ও নার্সারি কাজে নিয়োজিত শ্রমিক;

(ন) আলোক সজ্জা, ডেকোরেটর, সাউন্ড সিস্টেম, বাদ্যযন্ত্র ও সাংস্কৃতিক দলের কাজে নিয়োজিত কর্মী; এবং

(প) সরকার কর্তৃক, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, সময়ে সময়ে, ঘোষিত অন্য যে কোন পেশায় নিয়োজিত শ্রমিক বা কর্মচারী, যাহারা বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৪২ নং আইন) এ উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানপুঞ্জের তালিকা বহির্ভূত;

(২) **'অসংগঠিত শ্রমিক (Unorganized worker)'** অর্থ গৃহকর্মী, গৃহ-ভিত্তিক কর্মী, স্ব-নিয়োজিত শ্রমিক, মজুরী শ্রমিক এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত অন্য যে কোন শ্রমিক, যাহারা দেশে প্রচলিত অন্য কোন শ্রম আইন দ্বারা বা ইহার অধীন নিয়ন্ত্রিত বা পরিচালিত নহে;

(৩) **'কর্তৃপক্ষ'** অর্থ অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের অসংগঠিত শ্রমিক নিবন্ধন ও নিবন্ধিত শ্রমিককে পরিচয়পত্র প্রদানসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক দায়িত্ব পালনের জন্য বিধি দ্বারা নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ;

(৪) **'গৃহকর্মী (Domestic worker)'** অর্থ উৎপাদনমূলক বা সেবামূলক কাজে মালিকের বাসগৃহ বা তৎসংলগ্ন আঙ্গিনায়, মজুরীর বিনিময়ে বা থাকা-খাওয়ার বিনিময়ে বা অন্য কোনভাবে নিয়োজিত ব্যক্তি;

(৫) **'গৃহ-ভিত্তিক কর্মী (Home based worker)'** অর্থ পণ্য উৎপাদন বা সেবা সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি, উপাদান বা অন্যান্য আনুষঙ্গিক সহযোগিতা যেখান হইতেই সরবরাহ করা হউক না কেন—

(ক) বাজারে বিক্রয়ের জন্য নিজ গৃহে পণ্য উৎপাদন বা নিজ গৃহ হইতে সেবা সরবরাহকারী আত্মনির্ভরশীল কর্মী এবং তাহাকে সহায়তাকারী পরিবার ভিত্তিক অন্যান্য কর্মী;

(খ) নিজ গৃহ বা স্বনির্ধারিত কোন স্থান হইতে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে নিয়োগকারী কর্তৃক নির্দিষ্ট পণ্য উৎপাদন বা সেবা সরবরাহকারী কর্মী;

(৬) **'পরিচয়পত্র'** অর্থ এই আইনের অধীন ইস্যুকৃত পরিচয়পত্র;

(৭) **'বিধি'** অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত কোন বিধি;

(৮) **'বোর্ড'** অর্থ ধারা ৮ এ উল্লিখিত অসংগঠিত শ্রমিক কল্যাণ ও সামাজিক নিরাপত্তা বোর্ড;

(৯) **'মালিক'** অর্থ কোন ব্যক্তি, কোম্পানি, অংশীদারী ফার্ম বা অন্য কোন পন্থায় একাধিক ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত ও পরিচালিত কোন প্রতিষ্ঠান বা শিল্প-কারখানা যে বা যাহারা কোন অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের অসংগঠিত শ্রমিককে সরাসরি অথবা মজুরীর বিনিময়ে বা অন্য কোনভাবে নিয়োগ করেন;

(১০) **'তহবিল'** অর্থ এই আইনের ধারা ১৫ এ উল্লিখিত অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের অসংগঠিত শ্রমিকদের কল্যাণ ও সামাজিক নিরাপত্তা তহবিল;

(১১) **'মজুরি শ্রমিক'** অর্থ অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত অসংগঠিত শ্রমিক যিনি কোন প্রতিষ্ঠানে বা শিল্পে সরাসরি বা কোন ঠিকাদারের মাধ্যমে মজুরী বা অর্থের বিনিময়ে কোন দক্ষ, অদক্ষ, কায়িক বা কারিগরী, ব্যবসা উন্নয়নমূলক অথবা করণিক কাজ করিবার জন্য নিযুক্ত হন বা ছিলেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, প্রশাসন পরিচালনা বা ব্যবস্থাপনামূলক দায়িত্বে নিয়োজিত কোন ব্যক্তি ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না;

(১২) **'সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি (Social safety net)'** অর্থ এই আইনের তফসিল ২ এ উল্লিখিত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসহ সরকার কর্তৃক, সময় সময়, গৃহীত অন্যান্য সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি;

(১৩) **'স্বনিয়োজিত শ্রমিক'** অর্থ কোন মালিকের অধীনে কর্মরত নহে এমন কোন অসংগঠিত শ্রমিক;

(১৪) **'নিবন্ধিত শ্রমিক'** অর্থ ধারা ৫ এর অধীন নিবন্ধিত কোন অসংগঠিত শ্রমিক;

(১৫) **'নির্ধারিত'** অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত; এবং

(১৬) **'স্কিম'** অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত কোন স্কিম।

৩। **অন্যান্য আইনের প্রাধান্য।**—এই আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের কোন বিধানের সহিত প্রচলিত অন্য কোন আইনের কোন বিধান সাংঘর্ষিক হইলে সেক্ষেত্রে প্রচলিত অন্য আইনের সংশ্লিষ্ট বিধান প্রাধান্য পাইবে।

৪। **অন্য আইনে প্রদত্ত সুবিধার সুরক্ষা।**—এই আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, শ্রমিকগণের কল্যাণ ও নিরাপত্তা বিধানের ক্ষেত্রে অন্য কোন প্রচলিত আইনে অধিকতর সুবিধা প্রদান করা হইয়া থাকিলে উহা বহাল থাকিবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
অসংগঠিত শ্রমিকদের কল্যাণ ও সামাজিক নিরাপত্তা

৫। **অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের অসংগঠিত শ্রমিক নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান।**—(১) অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত অন্যূন ১৪ (চৌদ্দ) বৎসর বয়স্ক প্রত্যেক অসংগঠিত শ্রমিক এই ধারার অধীন নিবন্ধন ও পরিচয় প্রাপ্তির যোগ্য হইবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন নিবন্ধিত শ্রমিক এই আইনের অধীন প্রদত্ত সকল প্রকার সুবিধা ও সামাজিক নিরাপত্তা লাভের অধিকারী হইবেন।

(৩) উপ-ধারা (১) এর বিধান সাপেক্ষে, প্রত্যেক অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের অসংগঠিত শ্রমিক, বিধি দ্বারা নির্ধারিত ফরমে ও পদ্ধতিতে এবং ফি প্রদান সাপেক্ষে, নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট নিবন্ধিত হইতে পারিবেন।

(৪) কর্তৃপক্ষ, উপধারা (৩) এর অধীন নিবন্ধিত শ্রমিকের অনুকূলে বিধিদ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও তফসিল ১ এর নমুনা অনুযায়ী তাৎক্ষণিক একটি পরিচয় পত্র প্রদান করিবে।

(৫) কোন নিবন্ধিত শ্রমিকের অনুকূলে প্রদত্ত পরিচয়পত্র হারাইয়া গেলে বা অন্য কোনভাবে নষ্ট হইয়া গেলে তিনি নির্ধারিত ফি সহ কর্তৃপক্ষের নিকট নতুন পরিচয়পত্রের জন্য আবেদন করিতে পারিবেন এবং কর্তৃপক্ষ উক্তরূপ আবেদন প্রাপ্তির অনধিক ৭(সাত) দিনের মধ্যে আবেদনকারী নিবন্ধিত শ্রমিকের অনুকূলে একটি নতুন পরিচয়পত্র প্রদান করিবে।

৬। **অসংগঠিত শ্রমিক কল্যাণ ও সামাজিক নিরাপত্তা স্কিম**।—(১) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের অসংগঠিত শ্রমিকদের কল্যাণ ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে, সময় সময়, নিম্নলিখিত স্কিম ঘোষণা করিতে পারিবে, যথা ঃ—

(ক) পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত স্কিম;

(খ) মাতৃত্বজনিত সহায়তা স্কিম;

(গ) ক্ষতিপূরণ পুনর্বাসন সংক্রান্ত স্কিম;

(ঘ) অবসায়ন ও চিকিৎসা স্কিম;

(ঙ) বার্ধক্যকালীন নিরাপত্তা স্কিম;

(চ) সন্তানদের শিক্ষা প্রদান স্কিম;

(ছ) বীমা সংক্রান্ত স্কিম;

(জ) পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের জন্য শিক্ষা, প্রশিক্ষণ স্কিম;

(ঝ) বৃদ্ধাশ্রম স্কিম; এবং

(ঞ) সরকার কর্তৃক নিবন্ধিত শ্রমিকদের জন্য ঘোষিত অন্যান্য কল্যাণ ও সামজিক নিরাপত্তামূলক স্কিম।

(২) সরকার, প্রয়োজনে, উপধারা (১) এ উল্লিখিত এবং তৎকর্তৃক ঘোষিত যে কোন স্কিম, এই আইনের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন ও বিয়োজন করিতে পরিবে।

৭। **স্বয়ংক্রিয়ভাবে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির (Social Safety Net) আওতাধীন হওয়া**।—(১) এই আইনের অধীন কোন অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের অসংগঠিত শ্রমিক নিবন্ধিত হইলে এবং তাহার অনুকূলে পরিচয়পত্র প্রদান করা হইলে, তিনি স্বয়ংক্রিয়ভাবে তফসিল ২ এ উল্লিখিত সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতাধীন অপেক্ষমান তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হইবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন অপেক্ষমান তালিকাভুক্ত শ্রমিকের বয়স ৬০ (ষাট) বৎসর পূর্ণ হইলে তিনি চলমান ও প্রযোজ্য কোন একটি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সুবিধা প্রাপ্তির জন্য বিবেচিত হইবেন।

তৃতীয় অধ্যায়
অসংগঠিত শ্রমিক কল্যাণ ও সামাজিক নিরাপত্তা বোর্ড প্রতিষ্ঠা, ইত্যাদি

৮। **অসংগঠিত শ্রমিক কল্যাণ ও সামাজিক নিরাপত্তা বোর্ড**।—(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণ কল্পে "অসংগঠিত শ্রমিক কল্যাণ ও সামাজিক নিরাপত্তা বোর্ড" নামে একটি বোর্ড থাকিবে এবং উহা নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা:—

(ক) শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী বা উপমন্ত্রী, যিনি উহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, যিনি উহার সহ-সভাপতিও হইবেন;

(গ) শ্রম পরিচালক, শ্রম পরিদপ্তর, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, যিনি উহার সদস্য সচিবও হইবেন;

(ঘ) অর্থ বিভাগ কর্তক মনোনীত উক্ত বিভাগের যুগ্ম সচিব বা তদূর্ধ্ব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ঙ) বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তক মনোনীত উক্ত মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব বা তদূর্ধ্ব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(চ) সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উক্ত মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব বা তদূর্ধ্ব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ছ) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উক্ত মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব বা তদূর্ধ্ব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(জ) স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উক্ত বিভাগের যুগ্ম সচিব বা তদূর্ধ্ব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ঝ) লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উক্ত বিভাগের যুগ্ম সচিব বা তদূর্ধ্ব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ঞ) মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উক্ত মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব বা তদূর্ধ্ব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ট) সরকার কর্তৃক মনোনীত অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের পক্ষের নয় জন প্রতিনিধি, যাহাদের মধ্যে কমপক্ষে তিন জন মহিলা হইবেন;

(ঠ) সরকার কর্তৃক মনোনীত অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের অসংগঠিত শ্রমিক পক্ষের নয় জন প্রতিনিধি যাহাদের মধ্যে কমপক্ষে তিন জন মহিলা হইবেন; এবং

(ড) সরকার কর্তৃক মনোনীত বিশেষজ্ঞ ও সুশীল সমাজের তিন জন প্রতিনিধি।

(২) উপ-ধারা (১) এর দফা (ট), (ঠ) ও (ড) এর অধীন কোন মনোনীত সদস্য তাহার মনোনয়নের তারিখ হইতে তিন বৎসরের জন্য স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ মনোনীত কোন সদস্য, ইচ্ছা করিলে, যে কোন সময় সভাপতির উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন এবং সভাপতি কর্তৃক উহা গৃহীত হইবার তারিখ হইতে পদটি শূন্য হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে:

আরও শর্ত থাকে যে,সরকার, মেয়াদ সমাপ্ত হইবার পূর্বে কোন কারণ প্রদর্শন ব্যতিরেকে, কোন মনোনীত সদস্যকে তাহার পদ হইতে অপসারণ করিতে পারিবে।

৯। **বোর্ডের দায়িত্ব ও কার্যাবলী**।—বোর্ডের দায়িত্ব ও কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথা:—

(ক) অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের অসংগঠিত শ্রমিকদের জন্য জাতীয় নিম্নতম মজুরী কাঠামো নির্ধারণের লক্ষ্যে সরকারের চাহিদামতে প্রয়োজনীয় দায়িত্ব পালন করা;

(খ) অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের অসংগঠিত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সম্পর্কে যাবতীয় বিধি-বিধান প্রণয়ন এবং তাহাদের যথোপযুক্ত বীমাভুক্ত করাসহ বিভিন্ন কল্যাণমূলক কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করিয়া বাস্তবায়নের জন্য সরকারকে সুপারিশ করা;

(গ) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে যে সকল সমস্যার সম্মূখীন হইবে তাহার সুষ্ঠু সমাধানে সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে পরামর্শ প্রদান;

(ঘ) সামাজিক কল্যাণ ও নিরাপত্তামূলক স্কিমসমূহের সুবিধা সংশ্লিষ্ট শ্রমিকরা পাইতেছে কি না তাহা তত্ত্বাবধান ও নজরদারী করা;

(ঙ) অপ্রতিষ্ঠানিক খাতের অসংগঠিত শ্রমিকদের সঠিক তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ ও সংরক্ষণ এবং হালনাগাদ করা;

(চ) অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের অসংগঠিত শ্রমিকদের নিবন্ধন, পরিচয়পত্র প্রদান কার্যক্রমসহ সকল প্রকার রেকর্ড-পত্র হালনাগাদ ও সংরক্ষণকরণের কার্যক্রম তত্ত্বাবধান ও নজরদারী করা;

(ছ) এই আইনের অধীনে চলমান সংশ্লিষ্ট শ্রমিকের কল্যাণ ও নিরাপত্তামূলক কার্যক্রমের আয়-ব্যয় সংক্রান্ত হিসাব-নিকাশ তত্ত্বাবধান করা এবং এতদ্‌সংক্রান্ত বিষয়ে সরকারকে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান করা;

(জ) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অন্য যে কোন কার্যক্রম সম্পাদন করা;

(ঝ) এই আইনে অর্পিত দায়িত্ব পালনার্থে প্রয়োজনীয় অন্যান্য কার্যাবলী সম্পাদন করা।

১০। **বোর্ডের সভা**।—(১) এই ধারার অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে, বোর্ড উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) বোর্ডের সভা, সভাপতির সম্মতিক্রমে, সভাপতি কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে।

(৩) সভাপতি বোর্ডের সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৪) ন্যূনতম প্রতি তিন মাসে একবার অথবা সভাপতির সম্মতিক্রমে প্রয়োজনে যে কোন সময় সভা আহ্বান করা যাইবে।

(৫) বোর্ডের সভার কোরামের জন্য মোট সদস্য-সংখ্যার অন্যূন এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতি প্রয়োজন হইবে, তবে মুলতবী সভার ক্ষেত্রে কোন কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

(৬) বোর্ডের সভায় প্রত্যেক সদস্যের একটি করিয়া ভোট থাকিবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভায় সভাপতির দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

১১। **বোর্ডকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান**।—শ্রম পরিদপ্তর, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় বোর্ডকে সকল প্রকার সাচিবিক সহায়তা প্রদান করিবে।

১২। **বোর্ড কর্তৃক ক্ষমতা অর্পণ**।—বোর্ড উহার যে কোন ক্ষমতা, তৎকর্তৃক নির্ধারিত শর্ত সাপেক্ষে, বোর্ডের সভাপতি, কোন সদস্য বা অন্য কোন সরকারি কর্মকর্তা কিংবা কোন সরকারি দপ্তর, অধিদপ্তর বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থার নিকট অর্পণ করিতে পারিবে।

১৩। **অসংগঠিত শ্রমিকদের রেকর্ড সংরক্ষণ**।—এই আইনের অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত সকল কর্তৃপক্ষ উহার নিজ নিজ স্থানীয় অধিক্ষেত্রের আওতাধীন অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের অসংগঠিত শ্রমিকদের তথ্য সম্বলিত সকল রেকর্ড বা ক্ষেত্রমত, রেকর্ডের অনুলিপি বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ইলেকট্রনিক ফরমে সংরক্ষণ করিবে এবং বোর্ডের চাহিদা অনুযায়ী রেকর্ডের অনুলিপি বোর্ডের নিকট প্রেরণ করিতে বাধ্য থাকিবে।

চতুর্থ অধ্যায়
নিয়োগকারী মালিক ও অসংগঠিত শ্রমিকের দায়িত্ব

১৪। **নিয়োগকারী মালিকের দায়িত্ব**।—(১) অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের অসংগঠিত শ্রমিক নিয়োগকারী প্রত্যেক মালিকের দায়িত্ব হইবে নিম্নরূপ, যথা:

(ক) নিবন্ধিত শ্রমিক ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তিকে নিয়োগ না করা;

(খ) সরকার কর্তৃক অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের অসংগঠিত শ্রমিকদের জন্য ঘোষিত নিম্নতম মজুরী কাঠামো প্রতিপালন করা;

(গ) বিধি দ্বারা নির্ধারিত চাঁদার অংশ তহবিলে জমা প্রদান করা; এবং

(ঘ) বিধি দ্বারা নির্ধারিত মালিকের জন্য অনুসরণীয় সকল দায়িত্ব প্রতিপালন করা।

(২) অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের প্রত্যেক অসংগঠিত শ্রমিকের দায়িত্ব হইবে নিম্নরূপ, যথা :

(ক) অসংগঠিত শ্রমিকের অনুসরণীয় আচরণ বিধি মানিয়া চলা;

(খ) বিধি দ্বারা নির্ধারিত চাঁদার অংশ তহবিলে জমা প্রদান করা; এবং

(গ) বিধি দ্বারা অসংগঠিত শ্রমিকের জন্য নির্ধারিত সকল দায়িত্ব প্রতিপালন করা ।

পঞ্চম অধ্যায়
তহবিল, ইত্যাদি

১৫। তহবিল।—(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে 'অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের অসংগঠিত শ্রমিকদের কল্যাণ ও সামাজিক নিরাপত্তা তহবিল' নামে একটি তহবিল থাকিবে এবং নিম্নবর্ণিত উৎস হইতে উক্ত তহবিলে অর্থ জমা হইবে, যথা :—

(ক) ধারা ৬ এর অধীন ঘোষিত কোন স্কিমে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে মালিক কর্তৃক প্রদেয় চাঁদার অংশ;

(খ) ধারা ৬ এর অধীন ঘোষিত কোন স্কিমে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের অসংগঠিত শ্রমিক কর্তৃক প্রদেয় চাঁদার অংশ;

(গ) এই আইনের অধীন আদায়কৃত ফি, ইত্যাদি;

(ঘ) দেশী বা আন্তর্জাতিক সংস্থার নিকট হইতে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, প্রাপ্ত অনুদান;

(ঙ) অন্য কোন ব্যক্তি বা উৎস হইতে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, প্রাপ্ত দান বা অনুদান।

(২) তহবিলের অর্থ কোন তফসিলি ব্যাংকে জমা রাখিতে হইবে এবং বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে উক্ত তহবিল সংরক্ষণ ও পরিচালনা করিতে হইবে, তবে বিধি প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত সরকার কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত আদেশ দ্বারা উক্ত তহবিল সংরক্ষণ ও পরিচালিত হইবে।

ব্যাখ্যাঃ "তফসিলি ব্যাংক" বলিতে Bangladesh Bank Order, 1972 (P.O.127 of 1972) এর Article-2(j) তে সংজ্ঞায়িত Scheduled Bank কে বুঝাইবে।

(৩) ধারা ৬ এ উল্লিখিত সকল স্কিমের জন্য তহবিল হইতে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করা হইবে।

১৬। **তহবিলের হিসাব রক্ষণ ও নিরীক্ষা**।—(১) বোর্ড যথাযথভাবে তহবিলের হিসাব রক্ষণ করিবে এবং হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে।

(২) বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, অতঃপর মহা-হিসাব নিরীক্ষক বলিয়া উল্লিখিত, প্রতি বৎসরে তহবিলের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এবং নিরীক্ষা রিপোর্ট এর একটি করিয়া অনুলিপি সরকার ও বোর্ডের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) মোতাবেক হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে মহা-হিসাব নিরীক্ষক কিংবা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি বোর্ডের সকল রেকর্ড, দলিল-দস্তাবেজ, নগদ বা ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, জামানত, ভান্ডার এবং অন্যবিধ সম্পত্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন এবং বোর্ডের যে কোন সদস্য, কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং তহবিল ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট অন্য কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়
দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ মালিক ও অসংগঠিত শ্রমিকের জরিমানা, ইত্যাদি

১৭। **দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ মালিক ও অসংগঠিত শ্রমিকের জরিমানা, ইত্যাদি**।—(১) কোন মালিক ধারা ১৪ (১) এ বর্ণিত কোন দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হইলে তাহার এইরূপ কর্ম এই আইনের লংঘন বলিয়া গণ্য হইবে এবং এই আইনের অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট উক্ত মালিককে অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা জরিমানা আরোপ করিতে পারিবে।

(২) কোন অসংগঠিত শ্রমিক ধারা ১৪ (২) এ বর্ণিত কোন দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হইলে তাহার এইরূপ কর্ম এই আইনের লংঘন বলিয়া গণ্য হইবে এবং উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত ম্যাজিস্ট্রেট উক্ত অসংগঠিত শ্রমিককে অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা পরিমাণ আরোপ করিতে পারিবে।

(৩) কোন অসংগঠিত শ্রমিক কিংবা মালিক মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করিলে তিনি অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন এবং উক্ত অপরাধের জন্য তিনি অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থ দন্ডে বা দুই মাস বিনাশ্রম কারাদন্ডে কিংবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

১৮। **ফৌজদারী কার্যবিধির প্রয়োগ**।—(১) এই আইনের অধীন প্রাপ্ত অভিযোগ দায়ের, তদন্ত, বিচার ও আপিল নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে, উপ-ধারা (২) এর বিধান সাপেক্ষে, Code of Criminal Procedure, 1898 (V of 1898) এর বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন,

(ক) এই আইনের অধীন দায়েরকৃত অভিযোগ আপোষযোগ্য হইবে;

(খ) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে কোন সরকারি কর্মকর্তা, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, বা ক্ষেত্রমত, মিউনিসিপাল কর্পোরেশন বা পৌরসভার কমিশনারকে তাহার স্থানীয় অধিক্ষেত্রের আওতাধীন এলাকায় উদ্ভূত অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য Code of Criminal Procedure, 1898 (V of 1898) এর অধীন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা অর্পন করিতে পারিবে; এবং

(গ) এই আইনের অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট তাহার স্থানীয় অধিক্ষেত্রের আওতাধীন এলাকায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করিতে পারিবে।

সপ্তম অধ্যায়
বিবিধ

১৯। **তফসিল সংশোধন**।—সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের তফসিল সংযোজন, বিয়োজন ও পরিবর্তন করিতে পারিবে।

২০। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা**।—(১) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের উদ্দেশ্যে পূরণকল্পে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত সামগ্রিক ক্ষমতার অংশ হিসাবে নিম্নোক্ত বিষয়ে বিধি প্রণয়ন করা যাইবে, যথা:

(ক) অসংগঠিত শ্রমিক নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ নিয়োগ ও নিবন্ধন সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়, ইত্যাদি;

(খ) অসংগঠিত শ্রমিকদের তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ এবং সংরক্ষণ ইত্যাদি;

(গ) অসংগঠিত শ্রমিক কল্যাণ ও সামাজিক নিরাপত্তা স্কিম প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, রক্ষণাবেক্ষণ, ইত্যাদি;

(ঘ) মালিক ও অসংগঠিত শ্রমিকদের অনুসরণীয় আচরণ;

(ঙ) এই আইনের অধীন ঘোষিত স্কিমে মালিক ও অসংগঠিত শ্রমিকের প্রদেয় চাঁদার পরিমাণ নির্ধারণ;

(চ) তহবিল পরিচালনাসহ তহবিলের হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ পদ্ধতি, ইত্যাদি।

২১। **ইংরেজীতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ**।—(১) এই আইন কার্যকর হইবার পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের ইংরেজীতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিবে।

(২) এই আইনের বাংলা ও ইংরেজী পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

তফসিল ১

(ধারা ৫ (৪) দ্রষ্টব্য)

পরিচয়পত্রের নমুনা

(নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের নাম ও ঠিকানা)

ছবি

রেজিঃ নং ও তারিখ ----------

নাম :

পিতার নাম :

মাতার নাম :

জন্ম তারিখ :

ধর্ম :

পেশা :

শিক্ষাগত যোগ্যতা :

অভিজ্ঞতা/দক্ষতা :

স্থায়ী ঠিকানা :

জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর :

....

(নিবন্ধিত ব্যক্তির স্বাক্ষর) (নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর ও সিল)

তফসিল-২

(ধারা ৭ দ্রষ্টব্য)

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি (Social Safety Net):

(১) বয়স্ক ভাতা

(২) বিধবা ভাতা

(৩) পঙ্গু ভাতা

(৪) ভিজিএফ ভাতা

(৫) ভিজিডি ভাতা

------০------

উদ্দেশ্য ও কারণ-সম্বলিত বিবৃতি

প্রায় ১৫ কোটি জনসংখ্যা অধ্যুষিত বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একটি অপার সম্ভাবনাময় দেশ। নদী-বিধৌত অবারিত উর্বর ভূমি যেমন খাদ্য উৎপাদনে আনিয়া দিয়াছে স্বনির্ভরতা, তেমনি লক্ষ কোটি শ্রমজীবী মানুষের অক্লান্ত পরিশ্রম দেশের অর্থনীতির চাকাকে করিয়াছে সচল ও বেগবান। শিল্প, কৃষি, সেবা খাতসহ নানা কর্মক্ষেত্রেও লক্ষ লক্ষ মুখ প্রতি বৎসর যোগ হইতেছে। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হইল এই বিশাল কর্মক্ষম জনশক্তির একটি ক্ষুদ্র অংশই স্বীকৃত প্রাতিষ্ঠানিক খাতে কাজ করে, যাহারা আইন দ্বারা সুরক্ষিত এবং নানা সুবিধাদি পাইয়া থাকে। অন্যদিকে দেশের প্রায় শতকরা ৮৭ (সাতাশি) ভাগ শ্রমজীবী মানুষ অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে অসংগঠিত অবস্থায় বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত এবং তাহারা প্রচলিত শ্রম আইনে প্রদত্ত অধিকার, সুযোগ-সুবিধা ও সুরক্ষা হইতে বঞ্চিত।

২। যেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৪ অনুচ্ছেদে কৃষক-শ্রমিকসহ জনগণের অনগ্রসর অংশের শোষণমুক্তি, ১৫ অনুচ্ছেদে উৎপাদন শক্তির ক্রমবৃদ্ধি সাধন, জনগণের জীবনযাত্রার বস্তুগত ও সাংস্কৃতিক মান উন্নয়নসহ অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার উন্নয়ন, ১৯ অনুচ্ছেদে সকল নাগরিকের জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করা এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য বিলোপের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করিবার অঙ্গীকার ঘোষণা করা হইয়াছে এবং ২৭ অনুচ্ছেদে আইনের দৃষ্টিতে সমতা, ২৮ অনুচ্ছেদে ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ ইত্যাদি কারণে বৈষম্য না করা, ৩৭ অনুচ্ছেদে সমাবেশ, ৩৮ অনুচ্ছেদে সংগঠিত হওয়া, ৩৯ অনুচ্ছেদে মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং ৪০ অনুচ্ছেদে পেশা ও বৃত্তির স্বাধীনতাকে মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হইয়াছে এবং যেহেতু আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) কর্তৃক এতদসংক্রান্ত বিভিন্ন কনভেনশন/প্রস্তাব গ্রহণ করা হইয়াছে এবং সদস্য রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশ তার অধিকাংশই অনুসমর্থন করিয়াছে, সেহেতু অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের অসংগঠিত শ্রমিকদের কল্যাণ ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং এতদসংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়াবলী সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট আইন থাকা অতীব প্রয়োজন।

৩। অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত শ্রমিকদের ডিজিটাল পদ্ধতিতে একটি সুনির্দিষ্ট পরিসংখ্যান তৈরীসহ তাহাদেরকে আইনী ও সামাজিক মর্যাদা প্রদানের মাধ্যমে কর্মক্ষেত্রে গতিশীলতা আনয়ন করিয়া জাতীয় অর্থনীতিকে আরো সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে যথাযথ কাঠামো তৈরির জন্য এই বিলে বিধান করার প্রস্তাব করা হইয়াছে।

৪। বিলটি আইনে প্রণীত হইলে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত অসংগঠিত শ্রমিকরা যেমন একদিকে আইনী সুযোগ-সুবিধাসহ কর্মক্ষেত্রে একটি সুষম পরিবেশ লাভ করিবে, তেমনি অন্যদিকে সামাজিক বেষ্টনীর সুবিধা প্রাপ্তির ফলে জীবনমান উন্নয়নে সচেষ্ট হইবে। প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক

খাতের বৈষম্যমূলক পরিবেশ কমিয়া যাইবে। ফলে জাতীয় অর্থনীতিকে বেগবান ও দেশের সমৃদ্ধি আনয়নে সকলে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখিতে সক্ষম হইবে। মূলতঃ সেই বিষয়গুলি বিবেচনায় রাখিয়া "অসংগঠিত শ্রমিক কল্যাণ ও সামাজিক নিরাপত্তা (অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত) বিল, ২০১৫" শীর্ষক বিলটি মহান সংসদের বিবেচনা ও পাশের জন্য উপস্থাপন করা হইল।

মোঃ ইসরাফিল আলম
সংসদ সদস্য
৫১, নওগাঁ-৬।

মোঃ আশরাফুল মকবুল
সিনিয়র সচিব।

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
ড. মহিউদ্দীন আহমেদ (উপসচিব), উপপরিচালকের দায়িত্বে, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site : www.bgpress.gov.bd